INNOVISION
Research | Technical Assistance | Project Management

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

অবিলম্বে প্রকাশের জন্য

ঢাকা, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ — ইনোভিশন কনসালটিং আজ তাদের গবেষণা 'পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে (PEPS), রাউন্ড–৩'–এর ফলাফল প্রকাশ করেছে। ঢাকায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জরিপের প্রধান ফলাফল উপস্থাপন করেন ইনোভিশন কনসালটিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জরিপের প্রধান মো. রুবাইয়াত সারওয়ার। তিনি জানান, রাউন্ড–৩ জরিপে মূলত ফেব্রুয়ারি ২০২৬–এর জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে ভোটারদের ভোট প্রদানের ইচ্ছা এবং নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে জনমত তুলে ধরা হয়েছে। এই রাউন্ডটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে, যাতে আগের রাউন্ডে অংশ নেওয়া উত্তরদাতাদের মতামতের পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, নির্বাচনসংক্রান্ত বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে জনমত পরিবর্তিত হতে পারে।

জরিপের পটভূমি ও উদ্দেশ্য

পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে (PEPS) একটি নিয়মিত জনমত জরিপ। এর উদ্দেশ্য হলো ভোটারদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভোট–সংক্রান্ত পছন্দ জানার চেষ্টা করা। ভোটারদের প্রবণতা বোঝার জন্য কিছু প্রশ্ন প্রতিটি রাউন্ডে পুনরাবৃত্তি করা হয়। পাশাপাশি সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিছু প্রশ্ন সংশোধন বা নতুনভাবে যুক্ত করা হয়।

জরিপের সময়কাল

PEPS–এর রাউন্ড–৩ পরিচালিত হয় ১৬–২৭ জানুয়ারি ২০২৬ সময়কালে। এটি একটি প্যানেল জরিপ, যা টেলিফোনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। রাউন্ড–১ (১৯ ফেব্রুয়ারি–৩ মার্চ ২০২৫) এবং রাউন্ড–২ (২–১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫)–এর উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়ন (র‍্যান্ডম স্যাম্পল) এর মাধ্যমে নমুনা নির্বাচন করা হয়।

অর্থায়ন ও সহযোগিতা

ইনোভিশন কনসালটিং একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও কারিগরি সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান। পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে ইনোভিশনের একটি সামাজিক গবেষণা উদ্যোগ। এই জরিপের অর্থায়ন, নকশা ও বাস্তবায়ন করেছে ইনোভিশন কনসালটিং। এতে আউটরিচ ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে ব্রেইন (BRAIN) এবং ভয়েস ফর রিফর্ম। রাউন্ড–৩ জরিপে ব্রেইন ও ভয়েস ফর রিফর্ম যৌথভাবে অর্থায়ন করেছে।

পদ্ধতিগত বিবরণ (মেথোডলজি)

রাউন্ড–৩–এ মোট ৫,১৪৭টি সফল সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়েছে। এই নমুনা নেওয়া হয়েছে রাউন্ড–১ ও রাউন্ড–২–এর মোট ২০,০৮০ জন উত্তরদাতার সমন্বয়ে গঠিত নমুনা কাঠামো থেকে।

নমুনা নির্বাচন করা হয় স্তরভিত্তিক সহজ দৈবচয়ন (সিম্পল র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং) পদ্ধতিতে। এখানে প্রশাসনিক বিভাগ, লিঙ্গ, বয়স এবং শহর–গ্রাম অনুযায়ী স্তর নির্ধারণ করা হয়। এরপর প্রতিটি স্তর থেকে দৈবচয়নিক (র‍্যান্ডম) উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়।

প্রাথমিক নমুনা এলাকা (Primary Sampling Unit—PSU) হিসেবে গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম ও মৌজা এবং শহর এলাকায় মহল্লা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সারা দেশে মোট ৫০০টি PSU নির্বাচন করা হয়।

চূড়ান্ত নমুনা অর্জনের জন্য মোট ১৫,৬৪৯টি ফোনকল করা হয়। এতে অংশগ্রহণ না করায় বা যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ার কারণে মোট ৬৮% ঝরে পড়া (attrition) ঘটে। এই ঝরে পড়ার ফলে কোনো ধরনের পদ্ধতিগত পক্ষপাত হয়েছে কি না, তা যাচাই করতে তথ্য সংগ্রহের পুরো সময়জুড়ে নিয়মিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ করা হয় প্রশিক্ষিত গণনাকারীদের মাধ্যমে কম্পিউটার সহায়তায় টেলিফোন সাক্ষাৎকার (CATI) পদ্ধতিতে। বাংলা ভাষায় প্রস্তুত ও পূর্বপরীক্ষিত একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়, যা KoboCollect সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশ্নপত্রে স্বয়ংক্রিয় স্কিপ, যাচাই (validation) এবং রিয়েল–টাইম তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। তথ্যের মান নিশ্চিত করতে সাক্ষাৎকার চলাকালে লাইভ কল মনিটরিং, এলোমেলোভাবে (র‍্যান্ডম) কল অডিট, প্রতিদিন সম্পন্ন সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা এবং সাক্ষাৎকারের সময়কাল ও তথ্যের সামঞ্জস্য যাচাই করা হয়।

Innovision Consulting Private Limited
Bangladesh
The Alliance Building (3rd floor),
63/ka Pragati Sarani, Baridhara, Dhaka 1212
Telephone: +880 2550 48522
E-mail: info@innovision-bd.com
Website: www.innovision-bd.com

জরিপ শেষে প্রাপ্ত তথ্যকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল করতে ২০২২ সালের বাংলাদেশ জনশুমারির তথ্য অনুযায়ী বিভাগ ও লিঙ্গভিত্তিক ওজন (post-survey weighting) প্রয়োগ করা হয়েছে।

নমুনার বণ্টন

বিভাগভিত্তিক: বরিশাল ৬.১%, চট্টগ্রাম ২০.৫%, ঢাকা ২৫.৮%, খুলনা ১০.৪%, ময়মনসিংহ ৭.৫%, রাজশাহী ১২.২%, রংপুর ১০.৪%, সিলেট ৭.১%।
লিঙ্গভিত্তিক: পুরুষ ৫৮.১%, নারী ৪১.৯%।
বয়সভিত্তিক: জেন জি ৩৮.৩%, মিলেনিয়াল ৩৫.০%, জেন এক্স ১৯.৬%, বুমার ও তদূর্ধ্ব ৭.০%।
এলাকাভিত্তিক: গ্রাম ৬৮.৫%, শহর ৩১.৫%।

প্রধান ফলাফল

১. ভোটদানের ইচ্ছা: জরিপে অংশ নেওয়া ৯৩ দশমিক ৩ শতাংশ উত্তরদাতা জানান, তাঁরা ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ভোট দেবেন। আগের রাউন্ডে যারা ভোট দেবেন বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৯৬ দশমিক ১ শতাংশ আবারও ভোট দেওয়ার কথা বলেছেন।
যাঁরা আগে ভোট দেবেন না বলেছিলেন, তাঁদের ৭৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবার ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আর যাঁরা আগে মতামত প্রকাশ করেননি, তাঁদের ৮৯ দশমিক ৭ শতাংশ এবার ভোট দেওয়ার কথা বলেছেন। জেন জি প্রজন্মের মধ্যে ভোটদানের আগ্রহ তুলনামূলক কম হলেও সামগ্রিকভাবে হার এখনো বেশি।
২. গণভোট সম্পর্কে সচেতনতা ও মতামত: প্রায় ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে ২২ শতাংশ জানান, তাঁরা গণভোটের বিষয়ে জানেন না। জনসংখ্যাগত ও রাজনৈতিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা ও মতামতে পার্থক্য দেখা গেছে। রাউন্ড–২–এর প্যানেল তথ্যেও একই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়।
৩. নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে ধারণা: রাউন্ড–৩–এ ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, সরকার একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে পারবে—যা রাউন্ড–২–এর তুলনায় বেশি। স্থানীয় পর্যায়ে পুলিশ ও প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে আস্থা বেড়ে ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশে পৌঁছেছে।
৪. ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা: ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা নিয়ে ধারণার উন্নতি হয়েছে। ৮২ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, তাঁরা নিরাপদে ভোট দিতে পারবেন। আগের রাউন্ডে এই হার ছিল ৭৮ শতাংশ।
৫. রাজনৈতিক সংঘাত নিয়ে ধারণা: উত্তরদাতারা স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অনেকেই বলেছেন, তাঁদের এলাকায় রাজনৈতিক সংঘাত বেশি নয়। তবে জাতীয় পর্যায়ে সংঘাত তুলনামূলক বেশি হচ্ছে বলে তাঁদের ধারণা।
৬. এলাকাভিত্তিক সম্ভাব্য বিজয়ী: আগামীকাল নির্বাচন হলে নিজেদের এলাকায় কোন দলের প্রার্থী জিততে পারেন—এই প্রশ্নে ৫২ দশমিক ৯ শতাংশ উত্তরদাতা বিএনপি প্রার্থীর নাম বলেছেন।
তবে ২৩ দশমিক ৮ শতাংশ এ বিষয়ে নিশ্চিত নন। রাউন্ড–২–এর তুলনায় বিএনপির সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে উল্লেখের হার ৭ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ১ দশমিক ১ শতাংশ।
৭. ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে প্রত্যাশা: ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, তারেক রহমান বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হবেন।
২২ দশমিক ৫ শতাংশ মনে করেন, শফিকুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন।
২ দশমিক ৭ শতাংশ নাহিদ ইসলামকে ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
তবে ২২ দশমিক ২ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তাঁরা জানেন না ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী কে হবেন। এটি নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দেয়।
৮. ভোটের সিদ্ধান্ত: ৭৪ দশমিক ২ শতাংশ উত্তরদাতা জানান, তাঁরা কোন দলকে ভোট দেবেন, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—যা আগের রাউন্ডগুলোর তুলনায় বেশি।
তবে নারী উত্তরদাতাদের ৬৯ দশমিক ৭ শতাংশ এখনো সিদ্ধান্তহীন। বিপরীতে পুরুষ উত্তরদাতাদের ৭৭ দশমিক ৫ শতাংশ জানান, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
৯. ভোট পছন্দের পরিবর্তন: জরিপে রাউন্ড–৩ এবং আগের রাউন্ডগুলোর মধ্যে ভোট পছন্দে পরিবর্তন দেখা গেছে। সামগ্রিকভাবে বিএনপি তাদের মূল সমর্থন ধরে রেখেছে এবং আগের রাউন্ডে জামায়াত বা এনসিপিকে ভোট দেওয়ার কথা বলা কিছু ভোটার থেকেও সমর্থন পাচ্ছে।
যদিও বিএনপি থেকে জামায়াত এবং জামায়াত থেকে বিএনপিতে কিছু ভোট স্থানান্তর হয়েছে, তবুও মোট হিসাবে জামায়াতের দিকেই নিট পরিবর্তন বেশি, যা তাদের বর্তমান ভোট ভাগে প্রভাব ফেলেছে। বিএনপি উল্লেখযোগ্যভাবে আওয়ামী লীগের ভোট থেকে লাভবান হচ্ছে। একই সঙ্গে রাউন্ড–৩–এ কিছু জামায়াত

সমর্থক তাঁদের ভোট পছন্দ প্রকাশ করেননি। তুলনামূলকভাবে জামায়াতের ভোটব্যাংকে অস্থিরতা বিএনপির চেয়ে বেশি দেখা যায়।

এছাড়া জামায়াত ও এনসিপির জোটের কারণে এনসিপির কিছু ভোট বিএনপির দিকে চলে গেছে বলেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১০. আওয়ামী লীগের ভোট বণ্টন: আগের আওয়ামী লীগ ভোটারদের ৩২ দশমিক ৯ শতাংশ বিএনপিকে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করেছেন।

১৩ দশমিক ২ শতাংশ জামায়াতকে ভোট দিতে পারেন বলে জানিয়েছেন।

আর ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ এখনো সিদ্ধান্তহীন।

১১. শেষ পর্যন্ত কারা কত ভোট পেতে পারে: যাঁরা তাঁদের ভোট পছন্দ জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিএনপি ও তাদের জোট ৫২ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পেতে পারে।

জামায়াত ও তাদের জোট পেতে পারে ৩১ শতাংশ ভোট।

১৩ দশমিক ২ শতাংশ উত্তরদাতা তাঁদের ভোট পছন্দ প্রকাশ করেননি।

১২. বিএনপির ভোট বাড়ার কারণ: জরিপে দেখা যায়, আগে যারা সিদ্ধান্তহীন ছিলেন বা ভোট পছন্দ প্রকাশ করেননি, তাঁদের মধ্য থেকে বিএনপি জামায়াতের তুলনায় বেশি ভোট পেয়েছে।

বিএনপির সম্ভাব্য ৫২ দশমিক ৮ শতাংশ ভোটের মধ্যে ২৬ দশমিক ৬ শতাংশ এসেছে আগে সিদ্ধান্তহীন ও অনির্ধারিত ভোটারদের কাছ থেকে।

জামায়াতের সম্ভাব্য ৩১ শতাংশ ভোটের মধ্যে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ এসেছে একই গোষ্ঠী থেকে। জরিপে আরও দেখা যায়, তারেক রহমানের দেশে ফেরা এবং খালেদা জিয়ার মৃত্যুর ঘটনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিদ্ধান্তহীন ভোটার বিএনপির দিকে ঝুঁকেছেন।

১৩. জামায়াত ও এনসিপি জোটের প্রভাব: বিএনপির প্রার্থীদের তুলনায় জামায়াত ও এনসিপির প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের সচেতনতা তুলনামূলক কম।

জামায়াত ও এনসিপি তুলনামূলকভাবে কিছু নির্দিষ্ট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, অথচ এই জরিপ জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত ফলাফল বিশ্লেষণ করেছে—এ কারণে ফলাফলে প্রভাব পড়তে পারে।

জরিপের উপসংহারে বলা যায় যে, ভোটব্যাংকে অস্থিরতা রয়েছে এবং প্রচারণা কৌশলের ধরন অনুযায়ী বিএনপি ও জামায়াত জোটের মধ্যে ব্যবধান কমে আসতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত আসন বণ্টনে প্রভাব ফেলতে পারে।

আলোচকরা

অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ এম. শাহান, ভয়েস ফর রিফর্মের যুগ্ম আহ্বায়ক ফাহিম মাশরুর, ব্রেইনের নির্বাহী পরিচালক শফিকুল রহমান, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ব্রেইনের সদস্য জ্যোতি রহমান, এবং ইনোভিশন কনসালটিংয়ের পোর্টফোলিও ডিরেক্টর তাসমিয়া রহমান।

প্রতিবেদন ও উপস্থাপনা

PEPS রাউন্ড–৩–এর উপস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট সকল উপকরণ ইনোভিশন কনসালটিংয়ের নির্ধারিত চ্যানেলের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। নিচে দেয়া কিউআর কোড স্ক্যান করে রাউন্ড–৩–এর সকল তথ্য পাওয়া যাবে।